# ‘ঘুষ দুর্নীতি জাতীয় অর্থে একটি বিধ্বংসী কাজ’

## টিআইবি’র সচেতন নাগরিক কমিটি আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

দুর্নীতির জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। দুর্নীতি রোধ করতে হলে সচেতন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ‘দুর্নীতি রোধে নাগরিক সমাজের ভূমিকা এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর উদ্যোগে গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সিসিসি) ময়মনসিংহ সদর গত ২৬ মে স্থানীয় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সেমিনারের আয়োজন করে। সিসিসি’র আহ্বায়ক প্রফেসর ইসলামের সভাপতিত্বে সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এম হাফিজ উদ্দিন খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ, *‘বাংলাদেশে দুর্নীতি এবং সুশাসন’* এবং অধ্যাপক যতীন সরকার *‘দুর্নীতি : সমাজ : সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন’* শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দুর্নীতির বিষয়ে অনেক তথ্য সামনে নিয়ে আসছে। এখন প্রয়োজন জনমনে দুর্নীতি প্রতিরোধী চেতনার দৃঢ়মূল অবস্থানের সৃষ্টি। সচেতন আপোসহীন জনগোষ্ঠীই সামাজিক অর্থনৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী দুষ্টচক্র থেকে আমাদের নীতিবদ্ধ টেকসই আত্মসমৃদ্ধ উন্নয়নের মানবতাবাদী ধারায় উত্তরণ ঘটাতে পারে।

প্রফেসর যতীন সরকার তার প্রবন্ধে বলেন, সমাজে যারা দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়, তাদেরও সবাইকে একই মানদন্ডে বিচার করা সঙ্গত হবে না। ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট’ যাদের, তাদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা না করে শাস্তি দানের কোনো অধিকার সমাজের নেই। বরং খুঁজে বের করতে হবে সেই দুর্বৃত্তদের, সমাজে অভাব সৃষ্টি করাই যাদের স্বভাব। অভাবে পড়ে যাতে কারো স্বভাব নষ্ট না হয়, তার জন্য ওইসব স্বভাব-দুর্বৃত্তদের সামাজিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করাই সুশীল সমাজের প্রাথমিক দায়িত্ব।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক খন্দকার মুজাহিদুল হক ও সুমিতা নাহা, *ডেমোক্রেসিওয়াচ*-এর নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ম. আশরাফুজ্জামান সেলিম, এডভোকেট আনিসুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ বলেন, দুর্নীতি আমাদের মানব সমাজকে দাস করেছে। এটি এরকম যে, আমাদের জলবায়ুকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছে। দুর্নীতি রোধ করতে হলে ইচ্ছার সাথে কর্মশক্তি ও নাগরিক সমাজের সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন। আমাদেরকে সুষ্ঠু ও সুস্থ নাগরিক জীবন লাভ করার অঙ্গীকার করতে হবে।

টিআইবি চেয়ারম্যান বলেন, দুর্নীতির প্রকৃতি, মূল কারণ, এসব বিষয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় ক্লাস হওয়া উচিত। দুর্নীতি কেমন করে প্রশাসনের মধ্যে ঢোকে এবং বেঁচে থাকার অধিকারকে হরণ করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই জানানো উচিত।

অধ্যাপক মুরশিদ সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, সংবিধানের বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে সমাজের কাছে রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ সংবিধান আমাদের সম্পদ। এর সব বিধান নিয়ে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। সরকার সংবিধান লংঘন করছে এই অভিযোগ আমাদের সবার। এটি রাষ্ট্রকে বন্ধ করতে হবে। নাগরিকরা কোর্টে অভিযোগ এনে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। বেকারদের ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া থেকে নিষ্কৃতির অধিকার আদায় আমাদেরই করতে হবে।

প্রধান অতিথি বলেন, দুর্নীতি রোধ করতে ‘সমবায়’ পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে হবে। এই সমবায় হবে নৈতিকতার সমবায়। টিআইবি বিশ্বাস করে মানুষ ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু ত্রুটিমুক্ত হতে সক্ষম। টিআইবি নাটকীয় কোন বিবর্তন আনতে পারবে না। টিআইবি প্রচন্ড বিশ্বাসের সাথে মানুষকে নিয়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যেই টিআইবির কাজের জন্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রয়োজন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক আন্দোলন এবং সে আন্দোলন করবে সুন্দর, সৎ, সুস্থ্য, সুশীল সমাজ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, সমাজে অনেক লোকজন আছে যারা দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনে সময় দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। সমাজে এককভাবে কেউ সৎ হলে সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে না, তাতে সমাজ ধ্বংসই হয়ে যায়। তাই সচেতন নাগরিক সমাজ দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সৎ মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। সাবেক কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল বলেন, সমাজ বাচাঁতে হলে দুর্নীতি ত্যাগ করতে হবে। আর এজন্য দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এক্ষেত্রে জনগণের দায়িত্ব হলো জাতীয় নির্বাচনে সৎ লোক নির্বাচন করা।

সেমিনারে অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ও অধ্যাপক যতীন সরকারের উপস্থাপিত দুটো প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এডভোকেট আনিসুর রহমান খান বলেন, বর্তমান দুর্নীতিবাজরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এরা সমাজকে ভয় পায় না। দুর্নীতিবাজদের ব্যক্তিগত প্রতাপ-প্রভাব উৎকর্ষতার জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত দুর্নীতিরোধে সোচ্চার হবার কথা বলেন।

ড. আশরাফুজ্জামান সেলিম বলেন, সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে সীমারেখা টানা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, পরিস্থিতি এমন যে, দুর্নীতির আশ্রয় না নিলে টিকে থাকাই দায়। তিনি বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। অধ্যাপক সুমিতা নাহা বলেন, দুর্নীতির মধ্যে আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি। বায়ুর অস্তিত্বকে আমরা যেমন টের পাই না, দুর্নীতির অবস্থানও সেরকম। আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই এবং আশপাশের জনগণকে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন করতে পারি তবে একদিন না একদিন দুর্নীতির এই মহাবেষ্টনী থেকে বের হয়ে আসতে পারবো।

ডেমোক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান বলেন, আমরা সবাই কম-বেশি দুর্নীতি পরায়ণ। কেউ করছি স্বেচ্ছায়, আবার কেউ বাধ্য হয়ে। আমাদের অতীব প্রয়োজনেই আমরা বাধ্য হয়েই দুর্নীতি করি।

দুর্নীতি রোধ করতে হলে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন উল্লেখ করে মুজাহিদুল হক বলেন, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। তিনি পুরনো আইন সংস্কার বা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ময়মনসিংহের সহকারী জেলা প্রশাসক মোজিবুর রহমান বলেন, দুর্নীতি দূর করতে হলে স্থানীয় সরকারের কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার। স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতার কোনো জায়গা নেই।

আলোচনা পর্বের পর ছিল শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ও অধ্যাপক যতীন সরকার। সেমিনারে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকজনের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। আমেরিকা, ব্রিটেন ও কানাডীয় হাইকমিশন ও দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।


টিআইবি চেয়ারম্যান বলেন, দুর্নীতির প্রকৃতি, মূল কারণ, এসব বিষয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় ক্লাস হওয়া উচিত। দুর্নীতি কেমন করে প্রশাসনের মধ্যে ঢোকে এবং বেঁচে থাকার অধিকারকে হরণ করে তা ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই জানানো উচিত


## গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া

### দুর্নীতির তথ্যভান্ডার রিপোর্ট প্রকাশ

একুশটি জাতীয় দৈনিক হতে সংগৃহীত দুর্নীতি সম্পর্কিত সংবাদের তথ্যভান্ডার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে গত ১৩ এপ্রিল। ২০০০ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত টিআইবি’র দুর্নীতির তথ্যভান্ডার রিপোর্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। একুশে টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র এই রিপোর্ট ফলাও করে প্রচার করে। প্রায় অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকে এর ওপর সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর-২০০০) দুর্নীতি সম্পর্কিত ১ হাজার ৯শ’ ৪৮টি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে ৩২৫টি এবং প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭৫টি দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা পুলিশ। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে ঢাকা জেলায়। ঢাকার রমনা থানা সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত থানা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। গবেষণাকালীন সময়ে দুর্নীতির কারণে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৫ হাজার ৬শ’ ৫৭ দশমিক ৬০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ৬ শতাংশ। আর্থিক দিক দিয়ে সরকারের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যখাত। মাত্র ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির ঘটনায় কোনো না কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরো মাত্র ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ ঘটনায় কোনো না কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিল। দুর্নীতির অধিকাংশ ঘটনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, মর্জিমাফিক ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার অভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ও স্যামসন এইচ চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ ও টিআইবির গবেষণা সহকারী আবদুল আলীম। টিআইবি এর আগে ২০০০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির দ্বিতীয় তথ্যভান্ডার রিপোর্ট (জানুয়ারি-জুন-২০০০) প্রকাশ করেছিল।

## টিআই দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর প্রথম সমন্বয় সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দক্ষিণ এশীয় পাঁচটি দেশ এর (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল) প্রতিনিধিরা এক আঞ্চলিক সমন্বয় সভায় মিলিত হন ঢাকায় গত ৩ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল।

টিআইবি ১৯৯৭ সালে দেশব্যাপী দুর্নীতি সম্পর্কিত যে খানা জরিপ পরিচালনা করে এর ফলাফল নিয়ে সভায় ব্যাপক আলোচনা হয়। বৈঠকে ৫টি দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে ৭টি সেক্টর চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা হয় এবং টিআইবি’র খানা জরিপের অনুকরণে দক্ষিণ এশিয়ার টিআই চ্যাপ্টারগুলোতে এরূপ একটি সমন্বিত জরিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আঞ্চলিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন টিআই উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন, টিআইবি’র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, ব্যারিস্টার মনজুর হাসান, টিআই ভারতের সি.এম রামকৃষ্ণণ, পাকিস্তানের নূর উদ্দিন আহমেদ ও মনসুর আলী শাহ্‌, শ্রীলঙ্কার প্রদীপ পেরিস এবং টিআই নেপালের আশিস থাপা। ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সমন্বয় সভার মুখ্য সমন্বয়কারী ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও টিআইবি’র সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড.জামাল মুন্সী।